পথিকৃৎ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন

অশোককুমার রায়

বাংলার রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার উনিশ শতকের প্রথম থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত যাঁরা প্রাতিকূল্যের মধ্যে দিয়ে বহন করে অগ্রসর হয়ে গিয়ে ছিলেন, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন নিঃসন্দেহে তাঁদের অগ্রগণ্য।

আঠারো ও উনিশ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ধীরে ধীরে বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র নৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করার ফলে ভারত - ইয়োরোপের ভাবধারার সংঘাত ও লেনদেনের সুযোগ ঘটে। ঐতিহাসিক কারণেই সুযোগ প্রশস্ত হয় বাংলাদেশে। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও জীবনবোধের সাহচর্য্যের ফলে বাংলার ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও জীবনবোধের ক্ষেত্রে যে প্রায় বিস্মৃত পুরাতনের সমীক্ষা ও নূতন আদর্শের আত্মপ্রতিষ্ঠার আলোড়ন শু হয়, সেই কাজে লোক শিক্ষা তথা আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে আধুনিক নাট্য চিন্তার জন্ম হয়। ইয়োরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা দেশ যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হয় তাতে গ্রীক ও রোমানদের মত ধর্ম জীবন, স্বদেশ প্রেম ও সামাজিক অসাম্যের ঘটনাশ্রিত কাহিনীই অবলম্বিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন কোন নাট্যকলানুরাগী ব্যক্তির দেশীয় নাটকাভিনয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এ বিষয় রামনারায়ণ তর্করত্নের পূর্বে যদিও দু'চারজন নাট্যকার নাটকে লিখেছিলেন তবু গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে ও সার্থক আধুনিক নাট্য শিল্পীর সম্মান, কালের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে তাঁরই নামে আরোপিত হয়। বস্তুতঃ বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি চিরদিন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম। তাঁর পিতা রামধন শিরোমণি। বাল্যকাল থেকে তাঁর ধী শক্তি ও পাঠে মনোযোগ কালে তাঁকে কাব্য, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী করে। শৈশবেই পিতা ও মাতাকে হারালেও বৃত্তির চর্চায়ও আকৃষ্ট করে। জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর (মৃত্যু -৭ই মে ১৮৫৫) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বাক্যরণের অধ্যাপক ছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "সমাচার চন্দ্রিকা" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ইনি "কুলরহস্য" প্রভৃতি ৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ও তাঁর সহধর্মিণীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ও যত্নে রামনারায়ণের বাল্যকাল নিবিঘ্নে কাটে। টোলের পাঠ শেষ করে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ কলকাতার সরকারী সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন ও একাদিক্রমে কিঞ্চিৎ অধিক দশ বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করেন। কলেজ রেকর্ডে বৃত্তি প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র বলে তাঁর নাম পাওয়া যায়। কৃতী ছাত্র রামনারণের কর্ম জীবন উজ্জল। ১৮৫৩-র ২ মে তারিখে রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতীর চেষ্টায় সর্বপ্রথম দেশীয় উদ্যোগে রাম গোপাল মল্লিকের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হয়। শীলস ফ্রী কলেজ ও ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমিও পরে যুক্ত হয় সেই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজের সঙ্গে। রামনারায়ণ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসেহিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগ দেন ও দু বছর বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। রামনারায়ণের অধ্যাপনা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখেন "--শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙলা শিক্ষা অতি সুচারূপে নিবর্হিহইতেছে। ইনি অতি সুপণ্ডিত ও সংস্কৃত কলেজের একজন বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন ও পঠনেও বিশেষ পারদর্শী "পতিব্রতোপাখ্যান" নামক পুস্তক লিখিয়া রংপুরের কুম্ভি পরগণার বিখ্যাত ভুম্যধিকারী শ্রীযুগত কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্তপ্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কলেজে বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।"

---সংবাদ প্রভাকর, ২৬/০৯/১৮৫৩

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপনা কালে রামনারায়ণ ছাত্রদের উদ্দেশে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ২২ অক্টোবর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যা' বলেছিলেন, আজ ১৩২ বছর বাদেও তার মূল্য কমেনি। তিনি বলেন, তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গালাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে। বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না। বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্তমান যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তমভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন আপন দেশীয় ভ

ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্যভাষার প্রতি ধাবমান হয়েন না। অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিৎ নহে।" এই বক্তৃতাটি ৭ কার্ত্তিক, ১২৬০ বঙ্গাব্দে লাল চাঁদ বিশ্বাস ও ঈশ্বরচন্দ্র বসু কর্তৃক ইষ্টার্ণ হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে দুষ্পাপ্য। ১৯৭৮ সালে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এটি আমি পড়বার সুযোগ পেয়েছি।।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (২৭ বছর ৬ মাস) সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন এবং এই সময়েই তাঁর প্রতিভার সম্যক প্রকাশ ঘটে। অধ্যাপক হিসেবে তিনি যেমন কৃতী ছিলেন তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাব্য রচনা, অনুবাদ, সামাজিক প্রহসন, নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর "কুলীন কুল সর্বস্ব" নাটক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক (প্রকাশিথ হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ।। পৃষ্ঠা ১২৭) এর এক বছর আগে তাঁর "পতিব্রতোপাখ্যান" গ্রন্থটি (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ।। পৃষ্ঠা ৯৪) প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত দুটি গ্রন্থই রংপুর - কুণ্ডি অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত)-র জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বিজ্ঞাপিত সামাজিক বিষয়ক প্রবন্ধ ও নাটক রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট অর্থ মূল্য পঞ্চাশ টাকা করে পুরস্কার পান এবং ঐ জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর ব্যয়ে কলিকাতার ইষ্টার্ণ হোপ যন্ত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যদিও তাঁর উৎকৃষ্ট রচনার অভাব নেই, তবু "কুলীন কুল সর্বস্ব" নাটকের খ্যাতি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে চিরকালের আসন দান করেছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলেই তিনি নাটুকে রামনারায়ণ বলে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে সেকালে তাঁর রচিত নাটক ও প্রহসনগুলো সখের নাট্যশালায় ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সমারোহের সঙ্গে অভিনীত হত। 'কুলীন কুল সর্বস্ব'র প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণেরই পরিচালনায় তাঁর জন্মভূমি হরিনাভি গ্রামে। পাড়ায় অনেকেরই বাঁশঝাঁড় ছিল, ষ্টেজ বাঁধার কাজে সেখান থেকে বাঁশ আসে। প্রতিবেশীরা দু-তিন দিন মেঝেতে শুয়ে তাঁদের তক্তপোশ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সিন কি ভাবে হয়েছিল সঠিক জানা নেই। সেদিনের সেই অভিনয় বাংলা নাটক অভিনয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম সার্থক বাংলা নাটক শহর কোলকাতায় অভিনয় না হয়ে হয়েছিল গ্রাম বাংলায় এবং সংস্কৃত কলেজের এক অন্যতম পণ্ডিত অধ্যাপক তথা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রত্যক্ষ পরিচালনায়! হরিনাভির অভিনয় অসামান্যভাবে সাফল্য লাভ করলে 'কুলীন কুল সর্বস্ব'র খ্যাতি বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় হল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে। পরের অভিনয় বড় - বাজারে গদাধর শেঠের বাড়িতে। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখে "বড়বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় শত লোকের পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুত্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুত্ত কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপ শোভিত করিয়া ছিলেন।" এর পর কলকাতার বাইরে চুচুঁড়ায় নরোত্তম পালের বাড়িতে এই নাটকের অভিনয় হয়। ফলে কিন্তু ভাল হয়নি। ওখানকার কুলীন ব্রাহ্মণরা ক্ষেপে যান ও রামনারায়ণের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি স্বগ্রাম ফিরে সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে সমাজসেবারব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার খ্যাতি সে যুগে কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছিল, তাই ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ নভেম্বর দেশবাসী ও স্থানীয় পৌরসভার অনুরোধে হরিনাভিতে তিনি এক চতুস্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনা শু করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কঠিন উদরী রোগাত্রান্ত হয়ে ১৯ জানুয়ারী ১৮৮৬ ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্রষ্টব্য ঃ স্বর্গীয় কবি কেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন --- শিল্পপুষ্পাঞ্জলী ১৯২২ সাল।। পৃষ্ঠা ১৫৭। -- সোমপ্রকাশ ১৩ই মাঘ, ১২৯২।

রামনারায়ণের অন্যান্য রচনাবলীর সক্ষিপ্ত পরিচয় দিই এইবার। বেণীসংহার নাটক (১৮৫৬) (পৃষ্ঠা ৯৬) বাংলার সব্যসাচীপণ্ডিত লেখক রাজা ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৮/২২/১৮৯১) বিবিধার্থ সংগ্রহ (৪১ খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৭ সমালোচনা কালে লেখেন ঃ "কবিনা হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন কুল সর্বস্ব নাট্যকারের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুত্ত চলিত ভাষায় পরিপাটী রূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন....।"

রত্নাবলী নাটক ১৮৫৮ (পৃষ্ঠা ৯২) বিবিধার্থ সংগ্রহে (৪৯ খণ্ড পৃষ্ঠা-১৮) সমালোচনা কালে রাজ্য রাজেন্দ্র লাল মিত্র লিখেছেন --- "অবিশ্রান্ত পীযুষ পানের ন্যায় গ্রন্থের আদপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ....তাঁহা কর্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য যাদৃশ পরিপাটী রূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধহয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙালীতে রক্ষা করিতে পারিতেন।" এই নাটকখানি পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে ৩১ জুলাই ১৮৫৮ সর্বপ্রথম অভিনীত হয়েছিল। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকদের সুবিধের জন্য রাজারা মাইকেল মধুসূদনকে (১৮২৪ - ১৮৭৩)- কে দিয়ে রত্নাবলীইংরাজীতে অনুবাদ করিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। সদ্য মাদ্রাজ প্রত্যাগত মধূসূদন এই নাটকের অভিনয় দেখেই নাটক লেখবার সঙ্কল্প করেন বলে জানা যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯১-১৯৫২) লেখায়।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক ১৮৬০ (পৃষ্ঠা ১৩২) মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের বঙ্গানুবাদ।

যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৬৫) একটি একটি সামাজিক প্রহসন। নব নাটক ১৮৬৬ (পৃষ্ঠা ১৫৮ বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক সামাজিক নাটক। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪৯ - ১৯২৫) ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর আরো কেউ কেউ মিলে জোঁড়াসাঁকো নাট্যশ

ালা (১৮৬৫-১৮৬৯) নামে এক রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল ভাল নাটকের অভাব অনুভব করে তাঁরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রিকায় 'বহু বিবাহ' বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেন। অল্পদিন পরেই বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের ওপর এই নাটক রচনা ভার দেন। রামনারায়ণ 'নব নাটক', রচনা করে জোঁড়াসাঁকো নাট্যশালা কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে দুশো টাকা পুরস্কার পান।

মালতী মাধব নাটক (১৮৬৭) (পৃষ্ঠা ১৭৯) উভয় সঙ্কট (১৮৬৯) প্রহসন - বন্ধুদের বিতরনার্থে। চক্ষুদান (১৮৬৯) প্রহসন -- বন্ধুদের বিতরণার্থে। ক্মিণী হরণ নাটক (১৮৭১) স্বপ্নধন নাটক (১৮৭৩)। ধর্ম বিজয় নাটক (১৮৭৫), রাজা হরিশচন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। কাস বধ নাটক (১৮৭৫)। এছাড়া মহাবিদ্যারাধন (১৮৭০)। আর্য্যা শতকম্ (১৮৭২), দক্ষযজ্ঞম্ (১৮৮১), (পূর্বাধম্), দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরাধম্) ১৮৮২), অন্যূন ৬খানি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

রামনারায়ণ আঙ্গিকের দিক দিয়ে প্রাচীন বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের ধারাটি অনুসরণ করেছিলেন বলেই তাঁর নাটকের মধ্যেমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী নারীদের পতি নিন্দার প্রসঙ্গ এসেছে। নারী জাতির সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ও আশা ছিল বলেই তিনি যেমন পতিব্রতোপাখ্যান রচনা করেছিলেন তেমনি 'কুলীন কুল সর্বস্ব'র স্ত্রী চরিত্রগুলিকেও সহানুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। অপরদিকে অবক্ষয়িত ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ঘটক ও পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁর তীব্রতম আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল। এমন কি তিনি পুরোহিত সম্পর্কে একথা পর্যন্ত লিখেছেন, বিধাতা পুরীষের "পু" রো" হিংসার "হি" আর তম্বরের "ত" এই চার অক্ষর একত্র করে "পুরোহিত"। এর মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজ জীবনের বিশেষ একটি অংশ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব আপোষহীন মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে একটি কথাপাঠক স্মরণ করতে পারেন, তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে অপ্রিয় সত্য ভাষণের যে দুঃসাহসিক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তার জন্যে রামনারায়ণকে এমন এক সমাজের অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছিল যার মধ্যে তাঁকে প্রত্যহ বাস করতে হয়। এই বলিষ্ঠ সত্য ভাষণের মধ্যেদিয়ে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিশালী দিক প্রকাশ পেয়েছিল। চবিবশ পরগণা জেলার যে হরিনাভি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা'ছিল তখন ব্রাহ্মণ প্রধান। চতুস্পার্শস্থ গ্রামগুলোতে কুলীন এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের দীর্ঘকাল ধরে বাস ছিল। কিন্তু তাঁর অনুভূতিশীল হৃদয়কে আঘাত করেছিল তাকেই তিনি আঘাত করেছেন তাঁর রচনায়। দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) নীলদর্পণে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ " প্রহসন রচনায় রামনারায়ণের রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্ত্তী পর্যায়ের প্রায় সকল নাট্যকারের সামাজিক নাটকেই তাঁর প্রভাব ও আদর্শ দেখা যায়। এমন কি গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯৭২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সামাজিক জীবন ভিত্তি করে লেখা প্রহসন মুখী নাটকেও (চিরকুমার সভা) আমরা রামনারায়ণের নাটকের ক্ষীণ হলেও প্রতিধবনি শুনতে পাই। দেখা যাচ্ছে রামনারায়ণ বাংলা সামাজিক নাটক রচনায় যে ধারার প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তা' এক শতাব্দীকালে পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছিল বাংলার নাট্যকারদের প্রভাবিত করতে তাঁদের রচনায়।

জাগরী